ফর্ম জে (২)

কলকাতা হাইকোর্টে

সাংবিধানিক রিট এক্তিয়ার

আপিল বিভাগ

উপস্থিতঃ

মাননীয় বিচারপতি বিবেক চৌধুরী!

২০২৩ সালের ডব্লিউ. পি. এ ২৩১৭৩

মল্লিকা ডাস্করমাকর পাল

বনাম

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য ও অন্যান্য।

আবেদনকারীর জন্য : **শ্রী রাম আনন্দ আগরওয়ালা,**

শ্রীমতী নিবেদিতা পাল,

শ্রী আনন্দ গোপাল মুখার্জি,

শ্রীমতী সোনম রায় রাজ্যের পক্ষে

উত্তরদাতারা রাজ্যর জন্য : **শ্রী টি.এম. সিদ্দিকুল,**

শ্রী অমৃতলাল চ্যাটার্জি

রায় : **২৯.০৯.২০২৩**

বিচারপতি, বিবেক চৌধুরী,

তলব হলফনামা নথিভুক্ত করা হল।

আবেদনকারীর শাশুড়ি মূলত একটি ন্যায্য মূল্যের দোকান পরিচালনা করতেন। তিনি ১৭ অক্টোবর, ২০২২ তারিখে মারা যান এবং তাঁর পেছনে একজন বিবাহিত পুত্র এবং একজন বিবাহিত কন্যাকে রেখে যান। বিতর্কের বিষয় নয় যে ওই বিবাহিত পুত্র ও তাঁর পরিবার তার মায়ের/শাশুড়ির সঙ্গেই একই বাড়িতে বাস করতেন এবং তাদের ওপর নির্ভরশীল ছিলেন। আবেদনকারীর শাশুড়ির মৃত্যুর পর, আবেদনকারী, ছেলের স্ত্রী হওয়ায় সহানুভূতিশীল নিয়োগের জন্য নির্ধারিত নিয়মে আবেদন করেন।

উক্ত আবেদনটি ডিডিপি এবং এস এর অধিদপ্তর কর্তৃক ৪ঠা মে, ২০২৩ তারিখে নিম্নলিখিত কারণে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিলঃ

"… শ্রীমতি মাল্লিকা দাশকর্মকার পাল 'পুত্রবধূ' হিসেবে সংবেদনশীল নিয়োগের জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকানের লাইসেন্সের জন্য আবেদন করার যোগ্য ছিলেন না এবং তিনি পশ্চিমবঙ্গ জনবন্টন ব্যবস্থা (রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০১৩ অনুযায়ী মৃত ডিলারের 'পরিবারের সদস্য' হিসেবে বিবেচিত ছিলেন না।"

আবেদনকারী উক্ত আদেশটি পুনর্বিবেচনার জন্য একটি আবেদন করেছিলেন, কিন্তু রাজ্য প্রতিপক্ষেরা উক্ত আবেদনটি বিবেচনা করতে ব্যর্থ এবং অবহেলা করেছে। এজন্য আবেদনকারী এই রিট পিটিশনটি ম্যান্ডামাস রিটের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় নির্দেশনার জন্য দাখিল করেছেন। শুনানির সময়, আবেদনকারীর পক্ষের বিজ্ঞ আইনজীবী শ্রী. আগরওয়ালা পশ্চিমবঙ্গ সরকারের খাদ্য ও সরবরাহ বিভাগের বিজ্ঞপ্তি নং ৪৬৪৪-এফএস, ২৯শে নভেম্বর, ২০২২ উপস্থাপন করেন। উক্ত বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ জনবন্টন ব্যবস্থা (রক্ষণাবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ) আদেশ, ২০১৩ অনুযায়ী সংবেদনশীল নিয়োগের ধারাটি সংশোধন করা হয় এবং ধারা-এম (আইটেম নং IV) এর পরিবর্তে নতুন শব্দাবলি "IV" "পুত্রবধূ" সংযোজন করা হয়েছে।

প্রতিবাদী ডিরেক্টর, ডিডিপি ও এস কর্তৃক প্রণীত আপত্তিকর আদেশ থেকে দেখা যায় যে উপরে উল্লেখিত সংশোধনী আদেশটি ২৯শে নভেম্বর, ২০২২ তারিখে গৃহীত হয়েছিল এবং আসল লাইসেন্সধারী ১৭ই অক্টোবর, ২০২২ তারিখে, অর্থাৎ ২৯শে নভেম্বর, ২০২২ তারিখের সংশোধনের আগে, মৃত্যুবরণ করেন এবং

অনুকম্পামূলক নিয়োগের জন্য আবেদন ১২ই ডিসেম্বর, ২০২২ তারিখে করা হয়েছিল, যার পরিপ্রেক্ষিতে অনুকম্পামূলক ভিত্তিতে লাইসেন্স প্রদানের প্রার্থনা প্রত্যাখ্যান করা হয়।

রাষ্ট্রের প্রতিক্রিয়া প্রদানকারী বিজ্ঞ আইনজীবী জানিয়েছেন যে, আবেদনকারীর শাশুড়ির জীবদ্দশায় তাঁর পুত্রের বিরুদ্ধে মূল লাইসেন্সধারীর ন্যায্য মূল্যের দোকান থেকে রেশন সামগ্রী আত্মসাৎ করার অভিযোগ ছিল। মূল লাইসেন্সধারীর ওই পুত্রের বিরুদ্ধে একটি ফৌজদারি মামলা চলমান রয়েছে। অতএব, ফৌজদারি মামলার বিচারাধীন অবস্থায়, তার স্ত্রীর জন্য সহানুভূতিপূর্ণ কারণে কোনও লাইসেন্স প্রদান করা উচিত নয়। এই লিখিত আবেদনটি নিষ্পত্তির জন্য যে প্রশ্নটি উত্থাপিত হয়েছে, তা হল যে, একটি নির্দিষ্ট পরিবারের সদস্যকে মৃত লাইসেন্সধারীর পরিবার সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করার সংশোধনীটি সংশোধনীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে, নাকি এটি পূর্বাপরভাবে কার্যকর হবে। আইন এই বিষয়ে স্পষ্ট যে, যদি কোনও ব্যক্তি কোনো বিধিতে কোনো মৌলিক অধিকার প্রাপ্ত হন, তবে সেই অধিকারটি সেই বিধির প্রবর্তন তারিখ থেকে কার্যকর হিসাবে বিবেচিত হবে। অন্য কথায়, এটি ধরে নেওয়া হবে যে সংশোধিত বিধিটি সহানুভূতিপূর্ণ নিয়োগের বিধান হিসাবে, ডবলুবিপিডিএস (রক্ষণাবেক্ষণ এবং নিয়ন্ত্রণ) আদেশের প্রকরণ ২০-এর মধ্যে, আদেশের প্রবর্তন তারিখ থেকে কার্যকর। তবে, প্রক্রিয়াগত সংশোধনী বা কোন শাস্তি আরোপকারী সংশোধনী সংশোধনীর তারিখ থেকে কার্যকর হবে এবং পূর্বাপরভাবে নয়।

যেহেতু মূল আইনের মাধ্যমে পুত্রবধূর ওপর একটি অধিকার প্রদান করা হয়েছে যে, শাশুড়ির মৃত্যুর পর সহানুভূতিশীল ভিত্তিতে লাইসেন্সের জন্য আবেদন করতে পারবেন, তাই ২৯শে নভেম্বর, ২০২২ তারিখের সংশোধিত বিধানটি বিবেচনায় নিয়ে পুত্রবধূর অধিকারটি মূল্যায়ন করা উচিত ছিল যেন এটি নিয়ন্ত্রণ আদেশে তার প্রচলনকাল থেকেই অন্তর্ভুক্ত ছিল। অন্য কথায়, মূল আইন সংশোধনের মাধ্যমে কোনও ব্যক্তিবর্গের জন্য অধিকার প্রদান করা হলে, তা ২০১৩ সালের মূল নিয়ন্ত্রণ আদেশ কার্যকর হওয়ার তারিখ থেকেই প্রযোজ্য বলে বিবেচিত হবে।

এমন পরিস্থিতিতে, এই আদালত মনে করে যে ৪ঠা মে, ২০২৩ তারিখে ডাইরেক্টরেট, ডিডিপি ও এস কর্তৃক প্রদত্ত আদেশটি আইনি দৃষ্টিকোণ থেকে টেকসই নয় এবং সেটি বাতিল ও প্রত্যাহার করা উচিত।

অতএব, ডাইরেক্টরেট, ডিডিপি ও এস কর্তৃক ৪ঠা মে, ২০২৩ তারিখে প্রদানকৃত আদেশটি বাতিল এবং প্রত্যাহার করা হলো।

ডাইরেক্টরেট, ডিডিপি ও এসকে নির্দেশিত হচ্ছে যে, আবেদনকারী কর্তৃক ৮ই জুন, ২০২৩ তারিখে দাখিলকৃত উপস্থাপনাটি আইন অনুযায়ী এবং এই লিখিত আবেদনে উল্লিখিত পর্যবেক্ষণের ভিত্তিতে ৬০ দিনের মধ্যে, এই আদেশের যোগাযোগের তারিখ থেকে, পর্যালোচনা করা হোক।

লিখিত আবেদনটি প্রতিযোগিতামূলকভাবে নিষ্পত্তি করা হোক, তবে খরচ সংক্রান্ত কোনো আদেশ প্রদান করা হবে না।

(বিবেক চৌধুরী, বিচারপতি.)

মিঠুন.

এ. আর. (সিটি).

ক্রমিক নং ৬.

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যবহারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাষায় বোঝার জন্য এবং তা অন্য কোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না। সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে, রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামাণিক হবে এবং কার্যকরী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে।

/ Upama Ganguly